বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষিভবন

৪৯-৫১,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

www.badc.gov.bd

স্মারক নং ঃ ১২.২৭২.০০৫.০৪.০০.০৬৫.২০১৫- ৬২১ তারিখ ঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ ২০১৫-১৬ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি'র ৮টি খামারে আকস্মিকভাবে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত গমবীজের ক্ষেত পোড়ানো ও ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধিত গমবীজ বিনষ্টজনিত ক্ষতির জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান।

সূত্রঃ ১। বিএডিসি'র স্মারক নং ঃ ১২.২৭২.০০৫.০৪.০০.০৬৫.২০১৫-১৭১৪, ২০ এপ্রিল ২০১৭
২। বিএডিসি'র স্মারক নং ঃ ১২.২৭২.০০৫.০৪.০০.০৬৫.২০১৫-১৮৩০, ১১ মে ২০১৭

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য পেশ করা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি'র ৮ টি খামারের মাধ্যমে ৬৪৫.০০ একরে ৭৯২.২৬০ মে.টন গমবীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত খামারসমূহে দণ্ডায়মান গমক্ষেতে আকস্মিকভাবে ব্লাস্ট রোগের প্রার্দুভাব হয় এবং মহামারী আকার ধারণ করে। গমবীজ একটি জীবন্ত কৃষি উপকরণ। কৃষি উৎপাদনে বীজই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই, কোন অবস্থাতেই ত্রুটিপূর্ণ বীজ ব্যবহার সমীচীন নয়। তজ্জন্য পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে ব্লাস্ট রোগের প্রার্দুভাব প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর স্মারক নং- পিএস. বারি-এস.ও-১০, তাং-১৫/০৩/২০১৬ (কপি সংযুক্ত) দ্বারা জারিকৃত পত্রের পরামর্শে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপকরণ-১ অধিশাখার স্মারক নং- ১২.০৬.০০০০.০২৭.৯৯.০১২.২০১৫-১০৬, তাং- ১৬/০৩/২০১৬ (কপি সংযুক্ত) এর নির্দেশক্রমে বর্ণিত ৮টি খামারের ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত দণ্ডায়মান সমস্ত গমবীজ ফসল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। বিএডিসি'র ৮ টি খামারের মাধ্যমে ৬৪৫.০০ একরে ৭৯২.২৬০ মে.টন ক্ষতিগ্রস্ত গমবীজের মূল্য ২,৯৭,০৯৭৫০ (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ নয় হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।

এছাড়াও ২০১৩-১৪ বিতরণ বর্ষে চাষি পর্যায়ে চাহিদা কম থাকায় বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভাগের সংরক্ষণাগারে ১৬০.৯৪০ মে.টন Vitaflo 200 FF/ Provax 200 WP দ্বারা শোধিত গমবীজ অবিক্রিত থেকে যায়। বর্ণিত অবিক্রিত বীজগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সত্ত্বেও পরবর্তী বপন মৌসুমে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ বিতরণ বর্ষে অংকুরোদগম ক্ষমতা নির্ধারিত মাত্রায় না থাকায় বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। শোধিত গমবীজের বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে সুস্পষ্ট রিপোর্টের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে নমুনা প্রেরণ করা হয়। তাঁদের দাখিলকৃত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, শোধিত গমবীজ মানুষের ও পশু পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং অব্যবহৃত শোধিত গমবীজ ভস্মীভূত করে বিনষ্ট করতে হবে যাতে মাটি, পানি ও পরিবেশ দূষণ না হয়। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে গমবীজ ভস্মীভূত করে বিনষ্টের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। শোধিত ১৬০.৯৪০ মে.টন গমবীজ ভস্মীভূত করা হলে ১৬০.৯৪০ মে.টন X ৪০,০০০.০০= ৬৪,৩৭,৬০০ (চৌষট্রি লক্ষ সাইত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা আর্থিক ক্ষতি হবে। ইতঃপূর্বে সূত্রোস্থ পত্রদ্বয় (কপি সংযুক্ত) দ্বারা গমক্ষেত পুড়িয়ে ফেলা বাবদ ২,৯৭,০৯৭৫০(দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ নয় হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ও শোধিত গমবীজ বিনষ্টকরণ বাবদ ৬৪,৩৭,৬০০ (চৌষট্রি লক্ষ সাইত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা সর্বমোট ৩,৬১,৪৭,৩৫০ (তিন কোটি একষট্রি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা থোক/ বিশেষ মঞ্জুরি হিসেবে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

এমতাবস্থায়, গমক্ষেত পুড়িয়ে ফেলা বাবদ ২,৯৭,০৯৭৫০ (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ নয় হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ও শোধিত গমবীজ বিনষ্টকরণ বাবদ ৬৪,৩৭,৬০০(চৌষট্রি লক্ষ সাইত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা সর্বমোট ৩,৬১,৪৭,৩৫০ (তিন কোটি একষট্রি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা থোক/ বিশেষ মঞ্জুরি হিসেবে প্রদানের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হলো।

একান্তভাবে আপনার,

১৯/০৯/১৭

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)
চেয়ারম্যান
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৬ ৪৩২৮
e- mail:chairman@badc.gov.bd

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে- ৪ (চার) প্রস্ত।